কিতাবুল ফিতান

(প্রথম খণ্ড)

সংকলক

ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀

(ইমাম বুখারি ﵀-র শাইখ)

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখা

মুফতি মাহদি খান

দাওরায়ে হাদিস, ইসলামি আইন ও ফিকহ্,
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

তাহকিক

শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

রইস, মা'হাদুদ দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামি বাংলাদেশ

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

কিতাবুল ফিতান। ২

কিতাবুল ফিতান

(প্রথম খণ্ড)

পথিক প্রকাশন

কিতাবুল ফিতান (প্রথম খণ্ড)
ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀
অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখা : মুফতি মাহদি খান
তাহকিক : শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯। বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৬৭৮৪১১৫৪৪, ০১৯৭৩১৭৫৭১৭

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
sijdah.com
wifilife.com
niyamahshop.com
pothikshop.com
amaderboi.com
al furqanshop.com

নির্ধারিত মূল্য : ৩০০/-

সূচিপত্র

আমাদের কথা ৭
তাহকিক-কথন.....৯
ভূমিকা ২১
রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর পৃথিবিতে যা ঘটবে.....২৯
মিশর-শাম এলাকায় মতপার্থক্য সৃষ্টিকারী
ঝাণ্ডার বর্ণনা ও তাদের বিজয় ৪২
রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকাল হতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য ফিতনা ও তার সংখ্যা ৬৮
ফিতনাকালীন সময়ে মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন হবে.....৯৩
মানুষের মধ্যে বালা-মুসিবত অধিকহারে
দেখা গেলে মৃত্যু কামনা করবে.....১০৯
ফিতনার সময় এবং তা চলে যাওয়ার পর সাহাবাগণের অনুসূচনা.....১২০
ফিতনার সময় সম্পদ ও সন্তানাদি; তখন কোন
ধরনের সম্পদ রাখা উত্তম ১৪১
নবিজি ﷺ-এর পর এই উম্মতের খলিফাগণের নাম.....১৪৫
খলিফাদের চিনার উপায়.....১৫২
রাসুল ﷺ-এর পরবর্তী খলিফা ও বাদশাহগণের তালিকা.....১৫৯
খুলাফায়ে রাশেদা এবং তাদের পরবর্তী
মানুষের আমলের প্রেক্ষিতে তাদের শাসকবর্গ যারা হবে ১৬৪
নবিজি ﷺ-এর পর যারা বাদশা হবে, তাদের নাম ১৬৭
ওমর ﷺ-র পর বনু উমাইয়া বাদশাহদের নাম.....১৮০
উমাইয়া বংশের সর্বশেষ বাদশাহ.....১৮৬
ফিতনাকালীন সময়ে আত্মরক্ষাই শ্রেয় ২০০
আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ﷺ-র ফিতনা হচ্ছে বড় ফিতনার একটি ২৬৮
ফিতনাকালীন সময়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাই উত্তম.....২৭৯
বনু উমাইয়ার বাদশাহি পতনের লক্ষণ.....২৯৩
বনু আব্বাসের আবির্ভাব প্রসঙ্গে ৩০৬
আব্বাসীয় খেলাফত পতনের প্রথম আলামত ৩২৮
আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংসের কারণ ও

তুর্কীদের আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গে ৩৩৭
শাম দেশে ফিতনার সূচনা.....৩৫৯
নিম্ন শ্রেণীর লোকজনের জয়লাভ করা প্রসঙ্গে.....৩৬৯

আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর সকল সৃষ্টির সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে (মানুষ হিসেবে) সৃষ্টি করেছেন। যিনি আমাদেরকে ভাল-মন্দের পরিচয় নিয়ে চলার মত জ্ঞান দান করে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার উপকরণ এবং হেদায়েতের পথে চলার জন্য পথের চেরাগ হিসেবে কুরআন-সুন্নাহ্ (হাদিস) দান করেছেন। এগুলো তাঁর একান্তই অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। এসব না দিয়েও তিনি আমাদেরকে তাঁর একত্ববাদ চেনার এবং ভ্রান্তির পথ পরিহার করে সঠিক পথে পৌঁছার দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারতেন। কিন্তু বড় দয়া-অনুগ্রহ করে তিনি তেমনটি করেননি।

অসংখ্য দুরুদ এবং সালাম মানবতার মুক্তিদূত আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যিনি মানবজাতিকে তাদেরই কল্যাণে সুপথ চেনানোর জন্য অকথ্য জুলুম নির্যাতন সহ্য করে আগে-পরের সবধরনের কল্যাণের কথা মানবজাতির সামনে রেখে গেছেন।

সমকালকে যে জানে না, সেই প্রকৃত অজ্ঞ

একজন মুমিন মুসলমানের জন্য সমকালীন নানা বিষয় জানার গুরুত্ব অনেক। তবে প্রথমেই বলতে হয়, এ সমকাল জানার অর্থ এই নয় যে, ফিতনার সেসব বিষয়গুলোতে নিজেকে লিপ্ত করে তারপর বুঝতে হবে সমকালীন বিষয় কী? বরং নানা উপায়েই আজ সেসব বিষয়ে খোঁজ নেওয়া যায়। আর কেউ যদি নিজের দীন রক্ষা এবং নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীসহ সবার ঈমান সংরক্ষণের বাসনা নিয়ে এসব বিষয় জানতে চায়, তবে এসব জানার জন্য সে যত শরিয়তকে অবলম্বন করবে, অজুহাত বানিয়ে তা লঙ্ঘন না করবে, আল্লাহ ﷻ তাঁর অন্তরকে এমন স্বচ্ছ ও ঈমানের আলোতে আলোকিত করে দেবেন যে, সে ঘরে বসেও বাহির দেখতে পাবে। রাসুল ﷺ-এর হাদিস বিশ্লেষণ করলে এমনটাই বোঝা যায়। মুসলিম শরিফের একটি হাদিস—আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন-

'যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, তখন মুসলমানের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যে সবচে' বেশি সত্যবাদী হবে, তার স্বপ্ন ততবেশি সত্য হবে। আর মুসলমানের স্বপ্ন নবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন তিন ধরনের, তার মধ্যে একটি হল ভাল—যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখবর। দ্বিতীয় হচ্ছে খারাপ স্বপ্ন—যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তৃতীয় প্রকারের স্বপ্ন হল মনের চিন্তা।...'[১]

সমকালকে জানার অর্থ এই নয় যে, তা আমাকে অর্জন করতে হবে, তাকে গ্রহণ

[১] সহিহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, স্বপ্ন অধ্যায়, ৫৪৭০।

করতে হবে। বরং কুরআন হাদিসে সমকালীন বিষয়গুলোকে কী বলা হয়েছে, সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হচ্ছে একরকমের সমকালকে জানা।

আজ আমরা যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সঙ্গে করা অঙ্গিকারের সামনে সত্যবাদী হতে পারি, তবে আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে পথ দেখাবেনই। তবে যেসব বিষয় সমাজে চোখে পড়ছে, তা নিয়ে যদি নিজে বাঁচতে এবং সমাজকে বাঁচাতে চেষ্টা করি, তবে আধুনিক এসব ফিতনার আগাগোড়া সবই আমরা বুঝতে সক্ষম হব, আল্লাহ ﷻ সে ব্যবস্থা আমাদের জন্য করে দেবেন। আর তার জন্য প্রয়োজন কুরআন হাদিসের গভীর অধ্যয়ণ।

পৃথিবিতে যা কিছু ঘটছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে তার সবকিছুই কুরআন হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন, "আমি তোমাদের জন্য এমন একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেখানে তোমাদের আলোচনা রয়েছে, তোমরা কি বোঝার চেষ্টা করবে না? [সুরা আম্বিয়া: ১০]

সমকালীন মানুষ, সমাজ, তার অবস্থাও কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে, এখন শুধু সে বিষয়কে গভীরভাবে অনুধাবন করে মিলিয়ে নেওয়ার মত মন-মানসিকতার প্রয়োজন।

কিতাবুল ফিতান সে বিষয়গুলোরই বিস্তারিত বিবরণ বলা যায়। তাই এ বিষয়গুলো বুঝতে এ বিষয়ের হাদিস অধ্যয়ণের বিকল্প নেই। এমন প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেই ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀-র বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল ফিতানের কিছু অংশের অনুবাদ করে এবং তার পাশাপাশি কিছু কিছু হাদিসে সংক্ষিপ্ত টিকা সংযোজন করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হল। সামনের অংশগুলোতে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, অচিরেই সেগুলোও পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

পাঠক! যদি কুরআন-হাদিস নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করে এবং সমাজে তা কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করে, তবে দেখতে পাবে—কত সত্যরূপে বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে! তবে এ বিষয়গুলো আরও পরিস্কার করে বুঝতে বর্তমানে আধুনিক পৃথিবির আবিস্কার এবং কিতাবুল ফিতানে তার উল্লেখ নিয়ে ছোট্ট পরিসরে অনেক গ্রন্থ বেরিয়েছে, সে গ্রন্থগুলোকেও কুরআন হাদিস বোঝার বা সমকালীন বিষয় বোঝার জন্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, এতে পাঠক সহজেই পথ চলতে পারবেন ইনশা আল্লাহ।

মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। গ্রন্থের অনুবাদ বিন্যাস বা আনুষঙ্গিক আলোচনায় পাঠকের যদি কোনো ভুলত্রুটি চোখে পড়ে, তবে অবশ্যই জানানোর জন্য বিশেষ অনুরোধ থাকল। আমরা আপনার প্রয়োজনীয় পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবো ইনশা আল্লাহ।

তাহকিক-কথন

হাদিস কী কেন?

আল্লাহ ﷻ যুগে যুগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দু'টি নীতি গ্রহণ করেছেন। 'কিতাবুল্লাহ্' ও 'রিজালুল্লাহ্'। কিতাবুল্লাহ্ তথা আসমানি কিতাবসমূহ। আর 'রিজালুল্লাহ্' তথা মানবজাতির পিতা আদম ﷺ থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত নবি ও রাসুলগণ। আল্লাহ ﷻ শুধু গ্রন্থই নাযিল করেননি, তেমনি শুধু রাসুল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এর বড় একটা শিক্ষা হলো, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শুধু গ্রন্থ-কিতাবই যথেষ্ঠ নয় শিক্ষক ছাড়া। আবার শুধুমাত্র শিক্ষকও যথেষ্ট নয়, গ্রন্থ-কিতাব ছাড়া।

এ জন্যই যখন আরব ছিল শিল্প-সাহিত্যের সূতিকাগার, তখনও আল্লাহ ﷻ কিতাব সহকারে রিজাল পাঠিয়েছেন। যাতে কিতাবের শিক্ষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়ন করতে পারেন। আর কেবল মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা শিক্ষক হতে পারেনা, তবে শিক্ষার মৌলিক অংশ অবশ্যই। এ জন্যই সালাফরা বলতেন-

مَنْ كَانَ شَيْخُهُ كِتَابَهُ فَخَطَؤُهُ أَكْثَرُ مِنْ صَوَابِهِ.

'কিতাবই যার একমাত্র শিক্ষক, সঠিকের তুলনায় ভুলই হয় তার বেশি।'

আভিধানিক অর্থে হাদিস মানে কথা, বাণী, আলোচনা, সংবাদ, খবর, কাহিনি ইত্যাদি। পরিভাষায় 'হাদিস' বলতে বুঝায় রাসুল ﷺ-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন এবং তাঁর অবস্থার বিবরণকে। হাদিসকে সুন্নাহ্ নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যদিও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ এবং হাদিসের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে সালাফরা হাদিসকে সুন্নাহ্ এবং সুন্নাহ্কে হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ উসুলুস সুন্নাহ্য় হাদিসের সংজ্ঞায়ন করেছেন যে, 'সুন্নাহ্ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা, সুন্নাহ হলো কুরআনের দলিল।' ইমাম আওযায়ি ﷺ ইবনু আতিয়্যাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'জিবরিল ﷺ নবিজির ওপর নাযিল করেছেন কুরআন, আর সুন্নাহ্ হলো তার ব্যাখ্যা।'

ব্যাপকার্থে সাহাবি, তাবিয়ি ও তাবি-তাবিয়িদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকেও হাদিস বলা হয়। সাহাবিদের হাদিসকে বলা হয় মাওকুফ, তাবিয়িদের হাদিসকে

বলা হয় মাকতু। আর যে হাদিস বর্ণনা পরম্পরায় রাসুল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে বলা হয় মারফু হাদিস।

হাদিস শাস্ত্রের উৎপত্তি

মুহাম্মাদ ﷺ মানবজাতির নিকট সর্বশেষ রাসুল, তারপরে কোনো নবি ও রাসুল আসবে না, তাহলে তিনি সবার নিকট কিয়ামত পর্যন্ত কীভাবে দীন পৌঁছাবেন, কারণ তিনি একা, তার হায়াত মাত্র তেষট্টি বছর। এটা অসম্ভব যে, তিনি সবার নিকট সশরীরে গিয়ে দীন পৌঁছাবেন। এটা অবাস্তব যে, সকল মানুষ তার নিকট এসে দীন শিখবে। তবে এটা যৌক্তিক ও বাস্তব যে, তিনি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবেন, যার সাথে তার সাক্ষাত হবে, কিংবা যারা তার নিকট আসবে, তাদেরকে তিনি দীন শেখাবেন। এরপর তারা পরবর্তীদের শেখাবে, যারা তার সাক্ষাত পায়নি, কিংবা তার নিকট উপস্থিত হতে পারেনি। এভাবে সমগ্র বিশ্বে সবার নিকট কিয়ামত পর্যন্ত দীন পৌঁছবে। কেউ বলতে পারবে না, আমার নিকট দীন পৌঁছেনি, কিংবা দীন শেখার সুযোগ আমি পাইনি। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় এ পদ্ধতির নাম علم الرواية অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির নিকট রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিকে 'ইলমুর রিওয়াইয়াহ্' বলা হয়।

'ইলমুর রিওয়াইয়াহ্'র পদ্ধতিতে সবার নিকট দীন পৌঁছবে, কিন্তু দীনের স্বকীয়তা ও অক্ষুণ্নতা বহাল রাখার জন্য এ পর্যন্তই যথেষ্ট নয়। কারণ এ পদ্ধতিতে দীনের বাহন মানুষ, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাদের থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুল হতে পারে। তাই পৌঁছানো দীন সঠিক কি-না যাচাইয়ের উপায় থাকা জরুরি। তাহলে দীনের অক্ষুণ্নতা বজায় থাকবে ও সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হবে। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় এ পদ্ধতির নাম علم الدراية অর্থাৎ সহিহ, যয়িফ ও জাল হাদিস চিহ্নিত করার নীতিকে 'ইলমুদ দিরায়াহ' বলা হয়।

ইলমুর রিওয়াইয়াহ্

স্বয়ং রাসুল ﷺ ইলমুর রিওয়াইয়াহ্র সূচনা করেন। এরপর ধীরে ধীরে তার পরিসর বর্ধিত হয়। রাসুল ﷺ বলেন-

بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَة.

‘আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।’[২]

لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ.

‘তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়।’[৩]

تَسْمَعُونَ مِنِّي، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ.

‘তোমরা আমার কথা মনযোগ সহকারে শোনো, (কারণ) তোমাদের থেকেও অন্যরা শুনবে এবং যারা তোমাদের থেকে শুনবে তাদের থেকেও অন্যরা শুনবে।’[৪]

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ.

‘আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সমুজ্জ্বল করুন, যে আমার কথাগুলো শুনেছে, এরপর যথাযথভাবে অপরজনের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছে।’[৫]

এ কারণেই হাদিস বর্ণনার ধারা আরম্ভ হয়। সাহাবিগণ রাসুল ﷺ থেকে প্রকাশিত কথা, কর্ম, সমর্থন ও তার গুণগান যথাযথভাবে তাদের পরের স্তরের বর্ণনাকারীদের নিকট বর্ণনা করেন। পরবর্তী স্তরের বর্ণনাকারীগণ তাদের পরবর্তী বর্ণনাকারীদের নিকট, তাদের পরবর্তী স্তরের বর্ণনাকারীগণ তাদের পরবর্তী বর্ণনাকারীদের নিকট... বর্ণনা করেন।

ইলমুদ দিরায়াহ্

আল্লাহ ﷻ বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟.

‘হে ইমানদারগণ, যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও।’[৬]

রাসুল ﷺ বলেন-

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

---

[২] সহিহ বুখারি : ৩৪৬১।
[৩] সহিহ বুখারি : ১০৫।
[৪] সুনানু আবু দাউদ : ৩৬৫৯।
[৫] সুনানু তিরমিযি : ২৬০০।
[৬] সুরা হুজুরাত : ৬।

‘যে আমার উপর মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।’[৭]

এ জন্য সাহাবিগণ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কোনো হাদিস সন্দেহ হলে যাচাই করতেন। কখনো বর্ণনাকারীর নিকট সাক্ষি তলব করতেন। যেমন মুগিরা ইবনু শুবা যখন বললেন, ‘রাসুল ﷺ নাতির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দাদিকে এক ষষ্ঠাংশ মিরাস প্রদান করেছেন, তখন আবু বকর ﷺ তার নিকট সাক্ষি তলব করেন। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ﷺ তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন।[৮] মাওলা আলি ﷺ হাদিসের শুদ্ধতার জন্য কখনও বর্ণনাকারী থেকে কসম নিতেন। তাদের উদ্দেশ্য কখনো হাদিসের পথ সংকীর্ণ কিংবা রুদ্ধ করা ছিল না, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভুল ও মিথ্যার সুযোগ নষ্ট করা, যেন সবাই রাসুল ﷺ-এর সাথে কোনো হাদিস সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে সতর্ক হয়।

সাহাবিগণ হাদিসের শুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে হাদিসের সনদ তলব করেন। কারণ মানুষ যখন দলেদলে ইসলামে প্রবেশ করছিল, তখন একটি কুচক্রী মহল দীনের প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা আরম্ভ করে, তাই হাদিস গ্রহণ করার পূর্বে বর্ণনাকারীর অবস্থা জানা আবশ্যক হয়ে যায়। তখন মুসলিম সমাজে প্রসিদ্ধ ছিল যে-

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

‘নিশ্চয় এ ইলম দীনের অংশ, অতএব পরখ করে দেখ, কার থেকে তোমরা তোমাদের দীন গ্রহণ করছ।’[৯]

মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন ﷺ বলেন-

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ، فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ، فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

‘তারা (সাহাবাগণ) সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন না, কিন্তু যখন ফিতনা (উসমান ﷺ-র শাহাদাত) সংঘটিত হল, তারা বলল, তোমরা আমাদেরকে তোমাদের বর্ণনাকারীদের নাম বল, আহলুস সুন্নাহ হলে তাদের হাদিস গ্রহণ করা হবে, আর বিদয়াতি হলে তাদের হাদিস ত্যাগ করা হবে।’[১০]

---

[৭] সহিহ বুখারি : ১১০; সহিহ মুসলিম : ৩।

[৮] সুনানু আবু দাউদ : ২৮৯৪; সুনানু তিরমিযি : ৪১৯, ৪২০।

[৯] সহিহ মুসলিম : ১/১৪; ভূমিকাংশ।

[১০] সহিহ মুসলিম : ১/১৪; ভূমিকাংশ।

উকবাহ ইবনু আমির ﵁ তার সন্তানদের উপদেশ দিয়ে বলেন, 'হে আমার সন্তানেরা, আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি, ভালো করে স্মরণ রেখো—নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কারো থেকে হাদিস গ্রহণ কর না, উলের মোটা কাপড় পরলেই দীনদার হবে না, আর কবিতা লিখে তোমাদের অন্তরকে কুরআন বিমুখ করো না।'[১১]

আনাস ইবনু মালিক ﵁ স্বীয় ছাত্র সাবিত আল বুনানিকে বলেন, 'হে সাবিত! আমার থেকে গ্রহণ কর, তুমি আমার অপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কাউকে পাবে না, কারণ আমি রাসুল ﷺ থেকে গ্রহণ করেছি, তিনি জিবরিল থেকে গ্রহণ করেছেন, আর জিবরিল আল্লাহ ﷻ থেকে গ্রহণ করেছেন।'[১২]

ইলমুল জারহ ওয়াত-তা'দিলের যুগ

সাহাবিদের যুগ থেকেই রাবিদের যাচাই-বাছাই করা আরম্ভ হয়। কারো হাদিস তারা প্রত্যাখ্যান করেন, কারো হাদিস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। ইমাম মুসলিম ﵀ মুজাহিদ ইবনু জাবের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস ﵄-র নিকট বুশাইর আদাবি এসে বলতে লাগল—রাসুল ﷺ বলেছেন...।' কিন্তু ইবনু আব্বাস তাকে হাদিস বলার অনুমতি দেননি, তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি। সে বলল, 'হে ইবনু আব্বাস, আপনি কেন মনোনিবেশ করছেন না? আমি রাসুলের হাদিস বলছি, আপনি শুনছেন না!' ইবনু আব্বাস বললেন—'আমরা এক সময় যখন কাউকে বলতে শুনতাম, রাসুল ﷺ বলেছেন, তার দিকে আমরা মনোযোগ দিতাম, কিন্তু লোকেরা যখন কঠিন ও নরম বাহনে আরোহণ করল (হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রশংসিত ও নিন্দনীয় উভয় পন্থা অবলম্বন করল), তখন থেকে শুধু পরিচিত বস্তুই আমরা গ্রহণ করি।'[১৩]

এভাবে সাহাবিদের যুগ শেষ না হতেই সনদ তলব করা আরম্ভ হয় এবং তথা علم الجرح والتعديل 'সমালোচনা শাস্ত্রে'র সূচনা হয়। তারা সহিহ হাদিস ও সিকাহ রাবি চিহ্নিত করার কতক নীতি তৈরি করেন, যা সবার নিকট প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে স্বতন্ত্র গ্রন্থে জমা করার প্রয়োজন হয়নি।

---

[১১] তাবরানী, মুজামুল কাবির : ১৭/২৬৮; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ : ১/১৪০।
[১২] সুনানু তিরমিযি : ৩৮৩১।
[১৩] সহিহ মুসলিম : ১/১৩; ভূমিকাংশ।

ইলমুল হাদিসের বিকাশের যুগ

যখন সাহাবা আজমাঈন দাওয়াত ও জিহাদের উদ্দেশ্যে পূর্ব-পশ্চিম বিচরণ করেন, বিভিন্ন দেশের তাবিয়িগণ তাদের থেকে ইলম হাসিল করার সুযোগ পান। কিন্তু তারা কিছু সমস্যারও মুখোমুখি হন, যেমন—মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, লেখালেখির উপর নির্ভরতা বাড়া, ধীরে ধীরে সনদ দীর্ঘ হওয়া, মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাবি ও হাদিসের সনদ বাড়া, কিছু বাতিল ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটা ইত্যাদি।

তাবিয়িগণ এসব সমস্যার সমাধানের জন্য হাদিস শাস্ত্রের সুরক্ষার স্বার্থে সাহাবিদের থেকে শেখা নীতির সাথে নতুন কতিপয় নীতি তৈরি করেন। যেমন, রাবি ও সনদ যাচাই করা, তারা রাবিদের অবস্থা, নাম, উপাধি, উপনাম, জন্ম ও সফর ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। রাবিদের দেশ সফর, অবস্থান, মৃত্যু এবং প্রত্যেকের ভালো-মন্দ জানা, তাদের স্মৃতিশক্তি ও হাদিসের উপর দক্ষতার কথা সংরক্ষণ করেন। এভাবে তারা গ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত রাবিদের পৃথক করেন।[১৪]

তারা সনদকে দীনের অংশ মনে করেন, কারণ সনদ (বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পরম্পরা) হলো সহিহ, দুর্বল ও জাল হাদিস পার্থক্যের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমের ভূমিকায়[১৫] আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক থেকে বর্ণনা করেন-

الْإِسْنَادُ مِنْ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، وقَالَ أيضاً:بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِي الْإِسْنَادَ.

'সনদ দীনের অংশ, যদি সনদ না থাকত তাহলে যে যা ইচ্ছা তাই বলত।' অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমাদের ও পূর্ববর্তীদের মাঝে রয়েছে সিঁড়ি (অর্থাৎ সনদ)।'

এ যুগে হাদিসের কতক পরিভাষা সৃষ্টি হয়, যেমন মুদাল্লাস, মুরসাল, মুত্তাসিল, মারফু, মাওকুফ, মাকতু ইত্যাদি। তাবিয়িগণ রাবিদের গুণাগুণ নির্ণয়ে বিভিন্ন পরিভাষা গ্রহণ করেন, যেমন—যয়িফ, কাযযাব, সিকাহ, আদিল, যাবিত ইত্যাদি। এছাড়াও তাবিয়িগণ বিভিন্ন দেশ থেকে হাদিসের সনদগুলো জমা করে পরখ করেন ও এক হাদিসের সাথে অপর হাদিস তুলনা করেন। এভাবে

[১৪] সহিহ বুখারি : ৬৪০৩।
[১৫] সহিহ মুসলিম : ১৫-১৬।

হাদিসের শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। কিন্তু তখনও হাদিস যাচাইয়ের নীতিগুলো স্বতন্ত্র কোনো কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়নি, কারণ হাদিসের প্রত্যেক ছাত্রের নিকট তা প্রসিদ্ধ ছিল।

হাদিস শাস্ত্রের স্বর্ণযুগ

দ্বিতীয় হিজরির শেষার্ধ থেকে চতুর্থ হিজরির প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কে ইলমুল হাদিসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তৃতীয় শতাব্দিতে মুহাদ্দিসগণ হাদিসের কিতাব রচনায় মনোযোগী হন। এ সময় হাদিসের মূল কিতাবগুলো রচনা করা হয়।

এসময় অনেক মুহাদ্দিস علم الرجال 'ইলমুর রিজাল' বা রাবিদের জীবনীর উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন, ইমাম বুখারি রচনা করেন আত-তারিখুল কাবির, আত-তারিখুল আওসাত, আত-তারিখুস সাগির, কিতাবুয যুয়াফা; ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন রচনা করেন আত-তারিখ; ইবনু সাদ লিখেন আত-তাবাকাতুল কুবরা; ইমাম নাসায়ি রচনা করেন কিতাবুয যুয়াফা; ইবনু আবি হাতিম আলজারহু ওয়াত-তাদিল; ইবনু হিব্বান কিতাবুস সিকাত ইত্যাদি রচনা করেন। এসব কিতাবে তারা রাবিদের নাম, কে সিকাহ কে দুর্বল, কে গ্রহণযোগ্য, কে পরিত্যক্ত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন।

ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ : সমালোচনা ও জবাব

ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ছিলেন দ্বিতীয় হিজরি শতকের শেষের দিককার আহলুস সুন্নাহ্‌র একজন সংগ্রামী ইমাম। হাদিসের তলবে তিনি ইরাক, হিজায প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। অবশেষে মিসরে গিয়ে স্থায়ী হন। হাদিসশাস্ত্রে ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দেন। মুতাযিলা, জাহমিয়া ও মুরজিয়াদের ফিতনার সময় সুন্নাহ্‌র উপর তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো অবিচল। খলিফা মুতাসিম তাকে মুতাযিলা মতবাদ গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি অস্বীকার করেন। ফলে তাকে কারাবন্দি করা হয়। আর বন্দি অবস্থায়ই তিনি ২২৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর যালিমরা তার লাশ কাফন-দাফন, জানাযা পর্যন্ত করার সুযোগ দেয়নি। বরং একটা অন্ধকার গর্তে তার লাশ নিক্ষেপ করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তার শেষকথা ছিল, 'অবশ্যই আমি আল্লাহ ﷻ-র সামনেও এদের বিরুদ্ধে বিবাদ করবো।'[১৬]

[১৬] তারিখু বাগদাদ : ১৩/৩১৩।

হাদিসশাস্ত্রে তার ব্যাপারে জারহ এবং তা'দিল (সমালোচনা ও প্রশংসা) উভয়টাই রয়েছে। যারা সমালোচনা করেছেন, তাদের মূল অভিযোগ হলো তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী এবং দুর্বলদের থেকে বর্ণনাকারী ছিলেন, তিনি নাকি সুন্নাহ্‌র প্রসারের জন্য হাদিস জাল করতেন, ইমাম আবু হানিফার নিন্দা করতেন ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্ত অভিযোগের কোনোটিই প্রমাণিত নয়।

⇒ মূলত ইমামুস সুন্নাহ নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀ ছিলেন আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস ইমাম বুখারি ﵀-র শাইখ। ইমাম বুখারি ﵀ তার 'আস সাহিহ' গ্রন্থে একাধিক স্থানে নুআইম ইবনু হাম্মাদকে উল্লেখ করেছেন।[১৭] আর ইমাম বুখারি সিকাহ (গ্রহণযোগ্য) শাইখ থেকে হাদিস বর্ণনা করবেন এটাই স্বাভাবিক। এছাড়াও ইমাম বুখারি ﵀ নুআইম ইবনু হাম্মাদকে তারিখুল কাবির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রাবি নং- ২৩২৭। কিন্তু কোন সমালোচনা করেননি। জাফর আহমাদ থানভির মতে, ইমাম বুখারি যেহেতু তার সমালোচনা করেননি, তাই তিনি ইমাম বুখারির নিকট সিকাহ।[১৮]

⇒ ইমাম মুসলিম ﵀ তার 'আস সাহিহ' গ্রন্থে নুআইম ইবনু হাম্মাদের বর্ণনা দ্বারা দলিল নিয়েছেন।[১৯]

⇒ ইমাম ইবনু খুযাইমা তার 'আস সাহিহ' গ্রন্থে নুআইম ইবনু হাম্মাদের হাদিস দ্বারা দলিল নিয়েছেন।[২০] এছাড়াও আরো অনেক স্থানে তার হাদিস উল্লেখ করেছেন।[২১] ইমাম ইবনু খুযাইমা তার কিতাবে যে রাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করেন এবং জারাহ (সমালোচনা) না করেন, সেই রাবি তার নিকট সিকাহ হয়ে থাকেন এবং সেই হাদিসটিও তার নিকট সহিহ হয়ে থাকে। ইমাম ইবনু খুযাইমা তার কিতাবের যে নাম রেখেছেন তাতেই এই বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায়।

⇒ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন বলেন, তিনি সিকাহ।[২২] তিনি আরো বলেন, নুআইম ইবনু হাম্মাদ বসরায় আমার বন্ধু ছিল।[২৩]

---

[১৭] দেখুন, হাদিস : ২৪৬, ৩৭৩৬, ৪৩৩৯, ৭১৩৯, ৭১৮৯।
[১৮] কাওয়ায়িদুন ফি উলুমুল হাদিস, পৃষ্ঠা ২২৩।
[১৯] সহিহ মুসলিম, মুকাদ্দিমা, অধ্যায় : ৫, আসার নং ৬৬।
[২০] সহিহ ইবনে খুযাইমা : ২২৩৬।
[২১] দেখুন, হাদিস : ১৪১৫, ১৪৬২, ১৯৮১, ২৩২৩, ২৭১৩।
[২২] সুওয়ালাতু ইবনুল জুনায়েদ, রাবি নং ৫২৮।

⇒ ইমাম হাকিম তার আল মুসতাদরাক গ্রন্থে (হাদিস নং- ৭১০৪) নুআইম ইবনু হাম্মাদের হাদিসের সনদকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি তার সমর্থন করেছেন। এছাড়াও আরো অনেক স্থানে তার হাদিস উল্লেখ করেছেন। দেখুন : ২১০, ১৪৬৭, ৪২৮৪, ৭১৫৩, ৭২৩১ ইত্যাদি।

⇒ ইমাম তিরমিযি তার আস সুনান গ্রন্থে নুআইম ইবনু হাম্মাদের হাদিসকে হাসান, সহিহ, গরিব বলেছেন। হাদিস নং- ১৬৬৩।

⇒ ইমাম আবু আওয়ানা তার আল মুসতাখরাজ গ্রন্থে অনেক স্থানে নুআইম ইবনু হাম্মাদের হাদিস উল্লেখ করেছেন। দেখুন : হাদিস নং- ৪৩৯, ২৭৫৪, ৪১০৬, ৫৫৩০, ৫৫৭৪ ইত্যাদি। অর্থাৎ, তার নিকট নুআইম ইবনু হাম্মাদ সিকাহ। কেননা ইমাম আবু আওয়ানাহ তার কিতাবে (তার নিকট) সিকাহ রাবিদের থেকেই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

⇒ ইমাম হাইসামি বলেন, তিনি সিকাহ।[২৪]

⇒ ইমাম যিয়া আল মাকদিসি তার আল মুখতারাহ গ্রন্থে নুআইম ইবনু হাম্মাদের হাদিস উল্লেখ করেছেন। দেখুন : হাদিস নং- ৩২৪। অর্থাৎ, তার নিকট নুআইম ইবনু হাম্মাদ সিকাহ। কেননা ইমাম মাকদিসি তার কিতাবে (তার নিকট) সিকাহ রাবিদের থেকেই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

⇒ ইমাম যাহাবি বলেন : তিনি ইমাম, আল্লামা, হাফিযুল হাদিস ছিলেন।[২৫]

⇒ আল্লামা আহমাদ শাকির বলেন, 'নুআইম ইবনু হাম্মাদ গ্রহণযোগ্য। তিনি ইমাম বুখারির শাইখ (উস্তাদ)। যদিও কেউ কেউ তার নিন্দা করেছেন, কিন্তু এগুলো নিন্দা ছাড়া আর কিছুই নয়।'[২৬]

⇒ শাইখ শানকিতি তার তাফসিরে নুআইম ইবনু হাম্মাদ সূত্রে একটি হাদিস উল্লেখের পর বলেন, 'এরা (বর্ণনাকারীগণ) প্রত্যেকেই ছিলেন সিকাহ, হাফিয, ইমাম।'[২৭]

---

[২৩] সুওয়ালাতু ইবনুল জুনায়েদ, রাবি নং ৫২৯।
[২৪] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ : ১৫৮৬৫।
[২৫] সিয়ারু আলা মিন নুবালা, জীবনী নং ২০৯।
[২৬] তাখরিজুত তাবারি : ৮/৪১৬।

তাহকিকের ক্ষেত্রে আমাদের অনুসৃত মানহাজ

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে আমরা ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀-র 'কিতাবুল ফিতান' গ্রন্থটির প্রথম খন্ডের তাহকিকের কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি, ফালিল্লাহিল হামদ। এটি ফিতান সংক্রান্ত একটি রেফারেন্স-বুক। এরপরও মুহতারাম অনুবাদক যথাসম্ভব তাখরিজের চেষ্টা করেছেন। তাহকিকের ক্ষেত্রে আমি মুজমাল ও মুফাসসাল উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। কখনও শুধুমাত্র হাদিসের সনদ ও মতনের মান উল্লেখ করেছি। কখনও বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে ইমামদের জারাহ অথবা তা'দিল উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে অনেকাংশেই নির্ভর করেছি প্রখ্যাত মিসরি মুহাক্কিক শাইখ আবদুল্লাহ আবদুল হালিম আস সিসি হাফিযাহুল্লাহ'র তাহকিক ও তাখরিজকৃত নুসখাটির ওপর। কাজের প্রায় শেষের দিকে দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ'র একটি নুসখা হাতে আসে, সেখান থেকেও কিছু সহযোগিতা নিয়েছি। আল্লাহ ﷻ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

পরিভাষা পরিচিতি

উলুমুল হাদিস আসলে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর একটি শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় আলাপ শাস্ত্রজ্ঞ ছাড়া বোঝা মুশকিল। তারপরও এ গ্রন্থে আমরা যেসমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করেছি তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা পেশ করছি, যাতে সাধারণ পাঠক হাদিসের মানের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেতে পারেন।

১. সনদ : সনদ হলো বর্ণনাসূত্র—যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে স্তর অনুযায়ী হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

২. মতন : হাদিসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

৩. মারফু : যে হাদিসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসুল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফু হাদিস বলে।

৪. মাওকুফ : যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র উর্ধ্ব দিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদসূত্রে কোনো সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। এর অপর নাম আসার।

৫. মাকতু : যে হাদিসের সনদ কোনো তাবিয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

---

[২৭] আদওয়াউল বায়ান : ৪/২১০।

৬. সহিহ : যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পূর্ণ আদালত ও যাবত-গুণসম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত, তাকে সহিহ হাদিস বলে।

৭. হাসান : যে হাদিসের কোনো বর্ণনাকারীর যাবতের গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান হাদিস বলা হয়। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহিহ ও হাসান হাদিসের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান নির্ধারণ করেন।

৮. যয়িফ : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর গুণ সম্পন্ন নন তাকে যয়িফ হাদিস বলে।

৯. যয়িফ জিদ্দান : যে হাদিসটি দুর্বল হওয়ার একাধিক কারণ পাওয়া যায়, অথবা রাবি অত্যন্ত দুর্বল হয়, তাকে জয়িফ জিদ্দান বলা হয়।

১০. মুনকার : দুর্বল রাবি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য রাবির বিপরীত বর্ণনাকে মুনকার বলে।

১১. মুবহাম : যে হাদিসের সনদে কোনো একজন রাবিকে উল্লেখ করা হয়নি তাকে মুবহাম বলে।

১২. মু'দাল : সনদে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বা তারও অধিক রাবি বিলুপ্ত হলে হাদিসে মু'দাল।

১৩. মুদাল্লাস : যে হাদিসের রাবি নিজের প্রকৃত শাইখের নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শাইখের নামে এভাবে বর্ণনা করেন, যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শাইখের নিকট থেকে শুনেছেন, এরূপ হাদিসকে মুদাল্লাস হাদিস এবং এরূপ করাকে 'তাদলিস' আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলা হয়।

১৪. সিকাহ : যে হাদিস বর্ণনাকারীর মাঝে আদালত ও যাবতের গুণাবলি পূর্ণমাত্রায় আছে, তাকে সিকাহ রাবি বলা হয়।

১৫. আদালত ও যাবত : আদালত বলা হয়, বর্ণনাকারী মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানী হওয়া এবং পাপাচারিতার উপায়-উপকরণ থেকে মুক্ত থাকা। যাবত বলা হয়, শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্টি থেকে স্মৃতিশক্তিতে এমনভাবে সংরক্ষণ করা, যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

১৬. মুরসাল : যে হাদিসে সাহাবির নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিয়ি সরাসরি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

১৭. মুয়াল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবির পর এক বা একাধিক রাবির নাম বাদ পড়লে তাকে মুয়াল্লাক হাদিস বলা হয়।

১৮. মুয়াল্লাল : যে হাদিসের দুর্বলতা বাহ্যিকভাবে স্পষ্ট নয়, কিন্তু মুহাদ্দিসগণ অনেক কষ্টে তার ইল্লত খুঁজে বের করতে সক্ষম হন, তাকে মুয়াল্লাল বলা হয়।

১৯. মুনকাতি : যে সনদের মধ্যভাগ থেকে একজন রাবি বা বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি বাদ পড়ে তাই মুনকাতি।

২০. মাওযু : যে হাদিসের বর্ণনাকারী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে নবিজির ওপর মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদিসকে মাওযু হাদিস বলে।

আল্লাহ ﷻ আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন। প্রিয় নবিজির প্রতিটি হাদিসকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন।

মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির
৬ যুলহিজ্জাহ, ১৪৪০ হিজরি।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য; যিনি আমাদেরকে এ ঘোর অন্ধকার ফিতনার সর্বশেষ যুগেও হেদায়েতের আলোর একমাত্র বাতি কুরআন- সুন্নাহ্ (হাদিস) দ্বারা আলোর সুব্যবস্থা করেছেন। অসংখ্য দুরুদ নবি করিম ﷺ-এর উপর, যিনি তাঁর অনাগত উম্মতদের নিয়ে অস্থিরতা প্রকাশকরতঃ ফিতনা থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিয়েছেন। অসংখ্য সালাম তার সাহাবাবর্গের উপর, যারা সর্বাবস্থায় তাঁর সঙ্গ দিয়ে দীনের ঝাণ্ডা নিয়ে পৃথিবির এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরে ফিরেছেন।

ফিতনাপূর্ণ এ সময়ে আমরা ফিতনা নিয়ে অনেক কথা হয়ত বলি; কিন্তু ফিতনা কী জিনিস এবং তার আসল পরিচয় আমাদের জানা না থাকার কারণে হাদিসে বলে দেওয়ার পরেও আমাদের হুশের উদয় হয় না যে, এটিও একটি ফিতনা, যা থেকে আমাদেরকে রাসুল ﷺ দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ফিতনা কী এবং তা আমরা কিভাবে চিনবো, এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

ফিতনার অর্থ

যার দ্বারা মানুষের ভাল-মন্দের অবস্থার প্রকাশ ঘটে তাকে ফিতনা বলে। বলা হয়—আমি স্বর্ণকে আগুন দ্বারা পরখ করে নিয়েছি। যখন আপনি আগুন দ্বারা স্বর্ণের খাঁদ-নিখাঁদের যাচাই করবেন। আর সেখান থেকেই পরশপাথরকে ফিতনা বলা হয়। যে পাথর দিয়ে স্বর্ণ যাচাই করা হয়। ফিতনার আরো কয়েকটি অর্থ রয়েছে—ফিতনা অর্থ : শিরক, পথভ্রষ্টতা, হত্যা, বাধা প্রদান, ভ্রান্তি, সিদ্ধান্ত, গুণাহ, অসুস্থতা, পরীক্ষা, ক্ষমা, নির্বাচন, শাস্তি, আগুনে দহন-প্রজ্জ্বলন এবং মস্তিস্কে বিভ্রাট বা পাগলামো ইত্যাদি। (বিস্তারিত দেখুন: কিতাবুল কুল্লিয়াত; আবুল বাকা আল কাফুমি)

ইবনুল আরাবি ﷺ তার আহকামুল কুরআনে বলেন—ফিতনার শাব্দিক প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, পরীক্ষা, বিপদাপদ, বালা-মুসিবত। তবে কুফরকেও ফিতনা বলা হয়, কারণ, বিপদাপদের সর্বশেষ গন্তব্য সেদিকেই হয়।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম, কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না (সবাইকেই তা গ্রাস করে নেবে)। জেনে রেখো, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন।" (সুরা আনফাল : ২৫)

ফিতনার প্রকার

এ আয়াতের আলোচনায় ইবনুল আরাবি ﵀ ফিতনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে।

প্রথমটি হচ্ছে—ফিতনা অর্থ অপছন্দনীয় ঘৃণ্য বিষয়। সুতরাং, মানুষকে এখানে তা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ, এ ফিতনার কারণে আযাব শুধু তাকেই ধরবে না; বরং সবাইকেই তা গ্রাস করবে। যেমনটি ইবনুল আব্বাস বলেছেন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে—সম্পদ এবং সন্তানাদির ফিতনা। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন, তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ এবং সন্তানাদি একটি ফিতনা—বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ﵁-র একটি সহিহ বর্ণনায় এসেছে, উমর ﵁ যখন তাকে ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি তার কথার জবাবে বলেন, লোকের ফিতনা হচ্ছে তার প্রতিবেশী, সম্পদ, পরিবারের ক্ষেত্রে। তবে তার সদকা, সালাত, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা প্রদান সে ফিতনার কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

তৃতীয়টি হচ্ছে—এমনসব বিপদাপদ, যা দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়—বলেছেন হাসান বসরি ﵀।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করতে চাই, তা হচ্ছে অসৎ কাজের ব্যাপারে চুপ থাকার ফিতনা অথবা তার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। উভয়টিই প্রলয়ঙ্কারী ও ধ্বংসযজ্ঞ বিষয়। যা কিনা পূর্ববর্তী জাতির দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল। আল্লাহ ﷻ বলেন, 'তারা যেসব ঘৃণ্য কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে বাধা প্রদান করত না।'

আখেরি যামানা

কথা প্রসঙ্গে, আলোচনা প্রসঙ্গে, কুরআন-হাদিসের আলোচনায় অথবা সময়কাল বা যুগের নানা ঘূর্ণাবর্ত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা প্রায়ই শুনি বা বলি 'শেষ যামানা কিংবা আখিরি যামানা' শেষ যামানা, আখিরি যামানার ফিতনা'। কিন্তু আমরা কেউই এ কথা নিরুপণ করতে চেষ্টা করি না যে, আখিরি যামানা বা শেষ যামানা কোনটা? কখন থেকে আখিরি যামানা বা শেষ যামানা শুরু হবে? আখেরি যামানা বললেই মনে হয় আজ থেকে আরো কয়েক হাজার বছর পর যে যামানা শুরু হবে তা-ই হচ্ছে আখেরি যামানা। অথবা আমার সময়টি নয়,

আমার যুগ, আমার সন্তানের যুগ, নাতিনাতকুরের যুগ শেষ হওয়ার পর হয়ত আখেরি যামানা আসতে পারে।

তাই আজ যদি কাউকে বলা হয়, এটাই সর্বশেষ যামানা, আখেরি যামানা; আখেরি যামানার যে ভয়ানক ফিতনার কথা হাদিসে উল্লেখ আছে, এখনই সেই যামানা। বর্তমানে আমরা যেসব সমস্যার ভেতর দিয়ে জীবন পরিচালনা করছি, তবে আপনি তাকে আপনার এ কথা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হবেন না; সে চোখ বড় বড় করে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে; অবস্থাটা এমন—পাগল নাকি? বলে কি এসব? এ তো আধুনিক যুগ! অন্ধকার থেকে আলোর শুরু; এটাই কেন অন্ধকারের মত ধেয়ে আসা ফিতনার যুগ হতে যাবে? এর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে! এমনই কিছু আপনাকে শুনতে হবে। এটাই সত্য। কারণ, আয়েশি যে জীবনব্যবস্থায় আমরা অবস্থান করছি, তা যে আমাদের ঈমানকে সংহত রাখা, টিকিয়ে রাখা, হাতে রাখা অঙারের ন্যায় অতি কঠিন করে তুলছে, তা আমাদের খুব কম মানুষের ঈমানি চেতনায় ধাক্কা দেয়! সবাই তো একে উন্নত জীবনের সোপান মনে করে। জীবনের অগ্রগতি মনে করে। তার কাছে এসব ঈমান, ইসলাম আর দীন পালনে বাধার একটা মাধ্যম। অন্ধকারের মত ধেয়ে আসা অপ্রতিরোধ্য ফিতনা তো তখনই মনে হবে, যখন সে ঈমানের শাখাপ্রশাখা, ঈমানের প্রকৃত আহবান, প্রকৃত একত্ববাদ, ইসলামের মর্মবাণী অনুভব করতে পারবে। ইসলামের মূল স্রোতধারার সঙ্গে যদি একজন ঈমানদারের পরিচয় না হয়, তবে ইসলাম আর মুসলিম একটি নাম ধারণ করে যে কোনো স্রোতে সে মিশে যাবে, আর ভাববে—আমিও এই পৃথিবির একজন প্রকৃত মুসলিম। আমার ঈমান নিখাঁদ।

আজ সাধারণ মানুষ বা আলেম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আমরা ক'জনই-বা আছি, যারা নিজের ঈমানকে কুরআন-হাদিসের সামনে রেখে মেপে দেখার চেষ্টা করেন, সাহাবাগণের ঈমানের সঙ্গে নিজের ঈমানকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। আজ আমরা এতটুকু ভেবেই ক্ষান্ত যে, আমি একজন মুসলমান। আজ আমরা ইসলামের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছি, তা কি কুরআন-হাদিস এবং আল্লাহর রাসুল ও সাহাবাগণের রেখে যাওয়া ইসলাম কি-না! গ্লোবালাইজেশনের এই সময়ে সবার মুখের ভাষা যখন আজ একই, সবাই যখন একটি পথকেই মানদণ্ড বানিয়ে নিয়ে অন্য সবকিছুকে তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত, তখন ইসলামের প্রকৃত রূপ, আদর্শের মানদণ্ড যে অনেকখানিই ঘুলিয়ে যাওয়ার, তা অস্বীকার করার মত অবস্থানে না থাকাই আমাদের জন্য সবচে' বড় ফিতনার বিষয়, সে জ্ঞান আমরা ক'জনে রাখি? ঈমানের মর্মবাণী, ইসলামের অবিকৃত রূপ খুঁজে পাওয়া যে যাবে না, তা তো হাদিস থেকেই অনুমেয়। রাসুল ﷺ বলেন,

ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিতের ন্যায়, আবার তা ফিরেও যাবে যেভাবে তার সূচনায় হয়েছে, তবে ইসলামের অনুসারী গুরাবাদের জন্যই সুসংবাদ।

সুতরাং কালের ঘূর্ণাবর্ত, সময়ের স্রোতধারা সমাজের মানুষের কী রাখল আর কী ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল, তাতে কারো কোনো তোয়াক্কাই নেই। তাই, আখেরি যামানা, শেষ যামানা, শেষ যামানার ফিতনার সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনেই করে না। কথাটি কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে?

ফিতনায় পূর্ণ আধুনিক জীবন

আমাদের কাছে মোটেও এ কথা পরিষ্কার নয়, ফিতনার পরিচয় কি? ফিতনা কাকে বলে? ফিতনা বলে কুরআন-হাদিসে কাকে বোঝানো হয়েছে? আজ ফিতনা কি জিনিস তা নিরুপণ করতেও আমরা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছি। যার কারণে আজ কি আর এ কথা কেউ ভাবে—আমার জন্য গণতন্ত্র একটি ফিতনা, ধর্মনিরপেক্ষবাদ একটি ফিতনা বা ইসলাম ছাড়া নানা যেকোনো মতবাদ-মতাদর্শই একটি ফিতনা, টিভি একটি ফিতনা, মোবাইল একটি ফিতনা, ফেসবুক একটি ফিতনা, ইউটিউব একটি ফিতনা, ইমো একটি ফিতনা, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি ফিতনা। পুরো জীবনব্যবস্থাটিই আমার জন্য এমন একটি ফিতনা, যা আমার শরীরের সঙ্গে চামড়ার ন্যায় লেপ্টে আছে হাদিসের বাণী অনুসারে। আমি যাকে আমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছি না।

বরং এসব বললে বড় বড় চোখ করে এমনভাবে তাকাবে, আপনি ভয়ে সে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হবেন। আমাদের কাছে এসবতো এগিয়ে যাওয়ার বাহন উপকরণ! অথচ হাদিসের ভাষ্য অনুসারে এসব ফিতনা আমাদের ঈমান আমল আর মুসলমানিত্বকে এমনভাবে ধ্বংস করে রেখে গেছে যে, যদি দিব্যজ্ঞান থাকে তবে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখুন, ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই চোখে পড়বে না। ব্যক্তি ধ্বংস, ছেলেমেয়ে ধ্বংস, পরিবার, পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস, সমাজ ধ্বংস, রাষ্ট্র ধ্বংস, বিশ্বের সর্বত্রে ছড়িয়ে পড়েছে নানা বিপর্যয়, অর্জন শুধু এই যে, বিলাসিতাপূর্ণ একটি জীবন। উপভোগের একটি জীবন। ইসলামের কাছে যার কানাকড়িও মূল্য নেই, তবে কি একজন মুসলমানের জন্য এসব অর্জন নাকি ধ্বংসাবশেষ?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ফিতনা খুবই সাজ-সজ্জা ও আনন্দিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবে, তবে সেটা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফেরৎ যাবে।

কে পরিচয় করিয়ে দেবে?

ইবনুল আরাবির কথা অনুসারে আজ কে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে যে, অপছন্দনীয় ঘৃণ্য বিষয়গুলো কী? সম্পদ আর সন্তানাদি আমার জন্য আবার ফিতনার কারণ হয় কিভাবে? এমনকি কুরআনে কিছু সন্তানাদি এবং স্ত্রীদেরকে আমার শত্রুও বলা হয়েছে! হাদিসে বলা হয়েছে—ফিতনা। আমাদেরকে কে বলে দেবে—আমাদের প্রতিবেশী, সম্পদ, পরিবার, স্ত্রী আমার জন্য ফিতনা কীভাবে? আমাদের ফিতনা থেকে কাফ্ফারার একটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল সদকা, সালাত, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে বাধাপ্রদানের মাধ্যমে। এই সম্পদ, সন্তানাদি, পরিবারই তো আমাদেরকে সেসব বিষয় থেকে বিমুখ করে রেখেছে, যা কিনা আমার জন্য আরও বড় ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

সালাত আদায় না করা, সৎ কাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ না করা, নিজে পর্দা না করা, স্ত্রী-কন্যাকে পর্দা না করানো, গান শোনা, পরনারি, পরপুরুষের দিকে তাকানো, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যা বলা, পরনিন্দা কী, তাতে লিপ্ত হওয়া, মিথ্যা কসম, মিথ্যা সাক্ষ্য, যাকাত না দেওয়া, সত্য না বলা, টিভি দেখা, ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেসবুক, ইমো, ইনস্ট্রাগ্রাম, ওয়াটসঅ্যাপে সময় অপচয়, স্কুল-কলেজ, ভার্সিটির বিজাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করা, ইসলামি শিক্ষা ত্যাগ, অবৈধ হত্যা কী, তা না করা, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল, আল্লাহর আইন না মানা, তা থাকা সত্ত্বেও অন্য বিধান, সংবিধান তৈরি করা, আল্লাহর বিধান নিয়ে হাসিকৌতুক করা, রাস্তার পাশে টাঙানো বিলবোর্ডে নারিপুরুষের অশ্লীল অশালীন ছবি, তা দেখানো বা দেখানোর, প্রদর্শনীর সুযোগ করে দেওয়া, তাতে বাঁধাও না দেওয়া এবং এসব বিষয়গুলোকে হালকাভাবে নেওয়া ইত্যাদি যে ঘৃণ্য বিষয় বা একটি কুফর, কে আজ আমাদেরকে তার পরিচয় করিয়ে দেবে? কে আমাদেরকে বলে দেবে, এগুলো আমাদের জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে চামড়ার ন্যায় লেপ্টে যাওয়া ফিতনা?

যেভাবে পার সম্পদ অর্জন কর, এমন মতবাদ অথবা সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে যেকোনো পথ অবলম্বন, নামায, রোযা, হজ যাকাতসহ আল্লাহ ﷻ-র অসংখ্য আদেশ নিষেধের প্রতি যে অবহেলা হয়ে চলছে, যার কারণে সম্পদ আমার ফিতনা।

সন্তান আর স্ত্রীর অসংখ্য আবদার আহ্লাদ রক্ষা করতে গিয়ে অসংখ্য অবৈধ কাজে আমরা জড়িয়ে পড়ছি! কতশত আবদার—আমাকে পার্কে নিয়ে যেতে হবে, সেন্টমার্টিন, রাঙামাটি, বান্দারবন নিয়ে যেতে হবে, পিকনিকে ঘুরতে যাওয়ার, মার্কেটে যাওয়ার, পছন্দসই মার্কেট করার ছাড়পত্র দিতে হবে, টিভি কিনে দেওয়া বা স্মার্টফোন কেনার টাকা দিতে হবে, যা দিয়ে তারা হরহামেশাই নাজায়েয কাজ করে যাবে, আমার আদরের সন্তান, আহ্লাদের স্ত্রী; তাই আমার

সামনে তারা যাচ্ছেতাই করে যাবে, আদর আর ভালবাসার কারণে আমি তাদেরকে কিছুই বলতে নারায; যার কারণে তারা যে আমার জন্য ফিতনা, তা আমাদেরকে কে বলে দেবে? আবার যখন এসব বুঝতে পারছি, আমাদের বোধগম্য হচ্ছে, তখন আবার অনেকে স্বীকার করছি। আবার অন্যদিকে বলছি, কিন্তু এসব থেকে তো বিরত থাকা সম্ভব নয়; এতসব বিষয় কিভাবে বর্জন করে চলব; কিন্তু করার কিছুই নেই! আমাকে এ যাবতীয় বিষয় ত্যাগ করতে হবে। কারণ, এ ফিতনা তো কুফরের, এ ফিতনা তো শিরকের, এ ফিতনা তো দীনহীনতার; যা আমার থেকে সমস্ত কুফরি শক্তি ছিনিয়ে নিতে চায়!

এসব ফিতনাগুলো আজ আমরা বুঝতে না পেরে সবাই ইসলাম, মুসলমান, কুরআন, হাদিস, আল্লাহ, রাসুল ইত্যাদি উচ্চারণ করি ঠিক; কিন্তু যে অর্থে উচ্চারণ করলে তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, সে অর্থে আমরা তা উচ্চারণ করতে পারছি কি-না একটু ভেবে দেখার সময় হয়েছে! আজও তো আমরা ইসলামের কথা উচ্চারণ করি; কিন্তু তাতে কি কারো কিছু যায় আসে? আমাদের এই ইসলাম দেখে কাফের সম্প্রদায় এবং কুফরি শক্তি দাঁত কেলিয়ে হাসে, আমরা তা-ই-বা ক'জন বুঝতে পারছি?

আলি ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন ইমামগণ কুরাইশ বংশ থেকে হবেন, তাদের উত্তম প্রজাদের খলিফাও উত্তম হবেন, এবং খারাপ প্রজাদের ইমামও খারাপ হবেন। নিঃসন্দেহে কুরাইশদের পর জাহিলিয়্যাত (এবং তার জীবনাদর্শ) বিহীন আর কিছুই থাকবে না।

মুক্তির উপায়

ইসলাম বর্জন বা তার বিলুপ্তির পর যা থাকছে তাকে যেমন হাদিসের ভাষায় জাহিলিয়্যাত বলা হয়েছে, তা আমার জন্য ফিতনাও। বা ফিতনার জীবন যাপন। এ কথা যদি আমরা বুঝতে না পারি, তবে আমাদের ইসলাম অনেকটা মেকি হয়ে যাবে! আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনসব বিষয়ই কুফরি শক্তি আজ আমাদের সামনে রেখে দিয়েছে। তা থেকে মুক্তির উপায় একমাত্র তা-ই, যা হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমি এমন এক ফিতনা সম্বন্ধে জানি, যার পূর্বের নিদর্শনগুলো অতিসত্ত্বর প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। যার সঙ্গে থাকবে উত্যক্তকারী দল, যেমন খরগোশকে উত্যক্ত করে গর্ত থেকে বের করে আনা হয়। তেমনিভাবে লোকজনকে ফিতনার প্রতি ধাবিত করা হবে। আবার

আমি উক্ত ফিতনা থেকে মুক্তির উপায়ও জানি। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করেন, মুক্তির উপায় কি হতে পারে? জবাবে হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, আমার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখবো, এক পর্যায়ে আমাকে এসে হত্যাকারীরা হত্যা করবে।

হযরত আবু মুসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ একদিন কিয়ামতের পূর্বে এক ফিতনা নিয়ে আলোচনা করেন। আমাদেরকে রাসুল ﷺ বলেছেন, সেই ফিতনার সম্মুখীন হলে আমাদের সে ফিতনা থেকে মুক্তির বা বের হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না; তবে যেমনিভাবে তাতে প্রবেশ করা হয়েছে, সে পথেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর সে বিষয় সম্বন্ধে কাউকে কিছুই বলা যাবে না।

আল্লাহ ﷻ বলছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে, [তার জীবনাদর্শে, বিধিবিধানে] প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক [নানাপথ ও মতের] অনুসরণ কর না! সুতরাং, তোমাদের কাছে উজ্জ্বল প্রমাণাদি [কুরআন এবং হাদিস] আসার পরও যদি তোমরা [সিরাতে মুস্তাকিম বা সহজ, সরল পথ থেকে] বিচ্যুত হয়ে যাও, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রেখো, আল্লাহ [তোমাদের ভ্রান্তির পথ অবলম্বনের কারণে শাস্তি প্রদানে] মহাপরাক্রমশালী, চিরবিজয়ী এবং [তাঁর মনোনীত দীন হিসেবে ইসলামের বিধান প্রদানে প্রজ্ঞাময়!]’ (সুরা বাকারা : ২০৮)

আজ আমাদের ফিতনার ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার একটিই মাত্র পথ; আর তা হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। ইসলামের অনুসরণ এবং ফিতনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে আমাদের কায়মনেবাক্যে দুআ করে যেতে হবে:

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.

‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে উত্তমরূপে (গন্তব্যে) পৌঁছিয়ে দিন, আর আমাকে উত্তমরূপে (গন্তব্যে) নিয়ে যান এবং আমাকে আপনার পক্ষ হতে (কাফেরদের উপর) এমন বিজয় দান করুন, যাতে আপনার সাহায্য থাকে।’ (সুরা ইসরা : ৮০)

আল্লাহ ﷻ আমাদের সবাইকে সে পথে ফিরে যাওয়ার, ইসলামকে আঁকড়ে ধরে ফিতনা থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুফতি মাহদি খান
১০/০৭/২০১৯ ইং

রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর পৃথিবিতে যা ঘটবে

أخبَرَنَا أبو بكر مُحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ ريذةَ أخبرنَا أبُو القَاسِم سُلَيمَانُ بنُ أحمدَ بنِ أيوبَ حدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ حَاتم المرَادِي بمِصرَ أبُو زيد سنةَ ثَمَانِينَ وَمائتينِ حَدثنَا نعِيمُ بنُ حَمَّادِ الْمَرُوْزِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعَصْرِ نَهَارًا، ثُمَّ خَطَبَ إِلَى أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا حَدَّثَنَا بِهِ .حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.

[১] আবু সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একদিন রাসুল ﷺ আমাদের নিয়ে একটু বেলা থাকতেই আসরের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তার সমস্ত কিছুই বর্ণনা করলেন। তাঁর সেই ভাষণটি যে মনে রাখার মনে রেখেছে, যে ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গেছে।[২৮]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ، جَلِيَّانِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَلاهُ لِنَبِيِّهِ كَمَا جَلاهُ لِلنَّبِيِّينَ قَبْلَهُ.

[২] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ আমার সম্মুখে দুনিয়ার নানা বিষয় তুলে ধরলেন, তাতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়গুলো এমনভাবে দেখছিলাম, যেনো আমার দুই হাতের তালু দেখছি। এটা হলো আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিষয়, যা তিনি প্রকাশ

[২৮] মুসনাদে আহমাদ : ১৭৭; সনদে আলি ইবনু যায়িদ নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইমাম আহমাদ, জুযজানী, আবু হাতিম, ইবনুল কাত্তান ও আবু জাফর উকাইলি তাকে দুর্বল বলেছেন। তবে এ মর্মে সহিহ সনদে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকে সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনু হিব্বান, মুস্তাদরাক হাকিম-সহ অন্যান্য কিতাবে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

করেছিলেন তার পূর্ববর্তী নবিগণের সামনে।[২৯]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا بِي أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرِي، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ الَّتِي تَكُونُ، مِنْهَا صِغَارٌ، وَمِنْهَا كِبَارٌ، فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطِ كُلُّهُمْ غَيْرِي.

[৩] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সমস্ত ফিতনা সম্পর্কে আমি সবচে' বেশী অবগত। রাসুল ﷺ আমার নিকট সেই ফিতনা সম্পর্কে অনেক গোপন বিষয় আলোচনা করেছেন, যা আমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বর্ণনা করেননি। তবে একদিন রাসুল ﷺ এক মজলিসে আগমন করলেন। এরপর ছোট-বড় বহু ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন; তবে ঐ মজলিসে যাঁরা উপস্থিত ছিলো, আমি ছাড়া প্রত্যেকেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।[৩০]

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّفَرُ بْنُ نُسَيْرٍ الأَزْدِيُّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، تَأْتِيكُمْ مُشْتَبِهَةً كَوجُوهِ الْبَقَرِ، لا تَدْرُونَ أَيُّهَا مِنْ أَيٍّ.

[৪] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, ঘোর অন্ধকার রাতের টুকরোর মত একের পর এক ফিতনা আসতেই থাকবে। তা তোমাদের কাছে গরুর ললাটের ন্যায় একই রকম মনে হবে।

---

[২৯] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১০১; সনদে সাঈদ ইবনু সিনান নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার ব্যাপারে ইমাম জুযজানী হাদিস জালকরণের অভিযোগ করেছেন। নাসায়ী তাকে মুনকার বলেছেন। দারাকুতনী তাকে মুনকার ও মাতরুক বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

[৩০] মুসতাদরাকুল হাকেম : ৮৪৫৪; হাদিসটি মাওকুফ। সনদে ইবনু লাহিয়াহ রয়েছেন। ইমাম জুযজানী, আবু হাতিম ও আবু যুরয়াহ তাকে দুর্বল বলেছেন। বাইহাকি বলেছেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত।

তোমরা জানবে না যে, কোনটা কী কারণে হচ্ছে।[৩১]

নোট : কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা নিজেরাও একথা বলছি যে, দুটো বিষয়ের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই, একই বিষয়! সব গরুর ললাট যেমন আমাদের কাছে একই মনে হয়, আপতিত বিপদের ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থা তথৈবচ।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: هَذِهِ فِتَنٌ قَدْ أَظَلَّتْ كَجِبَاهِ الْبَقَرِ، يَهْلِكُ فِيهَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا مَنْ كَانَ يَعْرِفُهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

[৫] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, এই ফিতনা গরুর ললাটের ন্যায়। তাতে বহু মানুষ ধ্বংস হবে। তবে যারা পূর্ব থেকেই এ সম্পর্কে অবগত থাকবে, তারা ধ্বংস হবে না।[৩২]

নোট : অথচ আমরা ফিতনা সম্পর্কিত বিষয়গুলো জানতেই চাই না। উল্টো এই ভয়ে থাকি যে, যদি তা জানার দ্বারা দায়িত্ব এসে চাপে! যদি সেসব বিষয় পরিহার করে চলতে হয়!

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلامَانُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الأَصْبَحِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ أَنَاخَ بِكُمُ الشُّرْفُ الْجُونُ، فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ.

[৬] আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ বলেন, কিয়ামতের পূর্বে যখন যুগ পরস্পর নিকটে আসবে (সময়ের বারাকাহ কমে যাবে), তখন তোমাদের কাছে কালো ও বৃদ্ধ বয়সের একটি উট এসে বসবে ফিতনার রূপ ধারণ করে। সেসব ফিতনা হবে অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া রাতের টুকরার ন্যায়।[৩৩]

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ

---

[৩১] মুসনাদে আহমাদ : ২২৭১৮; সনদে সফর ইবনু নুসাইর আল-আযদী নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

[৩২] মা'লুমাতির রেওয়ায়াহ : ২৩২৪; সনদ সহিহ।

[৩৩] মুসনাদে আহমাদ : ১০৩০৯; সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেনড়রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

الْخُزَاعِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: هَلْ لِلإِسْلامِ مِنْ مُنْتَهًى؟ قَالَ نَعَمْ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الإِسْلامَ. قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَكُونُ فِتَنٌ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ. فَقَالَ الرَّجُلُ كَلا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ثُمَّ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ : الأَسْوَدُ الْحَيَّةُ إِذَا نَهَشَتْ نَزَتْ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَهَا ثُمَّ تَنْصِبُ.

[৭] কুর্‌য ইবনু আলকামা খুযাঈ ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ-এর কাছে এক লোক জানতে চাইলো, ইসলামের কি কোনো শেষ রয়েছে? জবাবে রাসুল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। আরব বা অনারব কোনো ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ ﷻ যখন কল্যাণ কামনা করেন, তখন তাদের সামনে তিনি ইসলামকে উপস্থাপন করেন। জিজ্ঞাসা করা হল, এরপর কি হবে? রাসুল ﷺ বললেন, এরপর পাহাড়তুল্য নানা ফিতনা প্রকাশ পাবে। অতঃপর ঐ লোক বললো, আল্লাহ ﷻ-র কসম! ইনশাআল্লাহ! হে রাসুল! এটা কখনো হতে পারে না। রাসুল ﷺ বললেন, কসম ঐ সত্তার! যার হাতে আমার প্রাণ, তা অবশ্যই হবে! এরপর ফিতনা চলাকালীন তোমরা আশ্রয় নিবে ফনা তোলা কালো বিষাক্ত সাপের। (অর্থাৎ যারা কিনা সবকিছুর নাটের গুরু তাদের কাছেই সবাই আশ্রয় প্রার্থনা করবে।) যেখানে তোমরা একে অপরের সঙ্গে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হবে। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনু শিহাব যুহরি ﵀ বলেন, কালো বিষাক্ত সাপ যখন কাউকে দংশন করে, তখন সে স্তিমিত হয়ে যায়; এরপর আবার লেজের উপর দাঁড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে; তবে পরক্ষণেই আবার তা স্তিমিত হয়ে যায়। (এ ফিতনার ক্ষেত্রেও তেমনই হবে।)[৩৪]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ ذَلِكَ.

[৮] ভিন্ন সুত্রে উপরের হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ.

[৩৪] মুসনাদে আহমাদ : ১৫৯৯৮; সনদ সহিহ।

[৯] কুরয ইবনু আলকামা খুযাঈ ﵁ বলেন—এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবিজিকে প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! ইসলামের কি কোনো পরিসমাপ্তি আছে?'...এরপর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩৫]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِّ السَّاعَةِ لَهَرْجًا قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ وَالْكَذِبُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَتْلٌ أَكْثَرُ مِمَّا يَقْتُلُ الآنَ مِنَ الْكُفَّارِ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ لِلْكُفَّارِ، وَلَكِنْ يَقْتُلُ الرَّجُلُ جَدَّهُ وَأَخَاهُ وَابْنَ عَمِّهِ.

[১০] আবু মুসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, কিয়ামত আসার পূর্বে 'হারজ' সংঘটিত হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো হারজ কী? তিনি বললেন, হত্যা এবং মিথ্যা। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসুল! এখন কাফেররা যেভাবে নিহত হচ্ছে তার চেয়ে বেশী হত্যা সংঘটিত হবে? রাসুল ﷺ বললেন, সে হত্যাকাণ্ড তোমাদের মাধ্যমে কাফেররা নিহত হওয়ার মত নয়; বরং অন্যায়ভাবে মানুষ তার প্রতিবেশী, আপন ভাই ও চাচাতো ভাইকে হত্যা করবে।[৩৬]

নোট : বর্তমানে তার বাস্তবায়ন চোখে পড়ছে। স্বার্থের মোহে অন্ধ মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হয়ে ঠিক-বেঠিক, বৈধ-অবৈধ কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করছে না। একজন অপরজনকে হত্যা করে নিজস্বার্থের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, আর তার নাম দেওয়া হচ্ছে—বড় বুদ্ধিমান, কৌশলী, চালাক বলে।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ الْمُتَشَمِّسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى، يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ وَالْقَتْلُ، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَدَّهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَأَبَاهُ وَأَخَاهُ، وَايْمُ اللَّهِ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تُدْرِكَنِي وَإِيَّاكُمْ.

[১১] উসাইদ ইবনু মুতাশাম্মাস ইবনু মুয়াবিয়া ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন,

---

[৩৫] মু'জামুল কাবির : ৪৪২

[৩৬] মুসনাদে আহমাদ : ১৯৬৫৩; সনদ সহিহ।

আমি আবু মুসাকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত আসার পূর্বে মুসলমানদের মধ্য হতে ফিতনা ও হত্যা সংঘটিত হবে। এমনকি মানুষ তার দাদা, চাচাতো ভাই, পিতা ও আপন ভাইকে হত্যা করবে। আল্লাহর শপথ! আমি আশংকা করছি যে, না জানি আমাকে এবং তোমাদেরকেও তা পেয়ে বসে কি-না![৩৭]

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ بَعْدَكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا.

[১২] আবু মুসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের সম্মুখে ঘোর অন্ধকার রাতের ন্যায় ফিতনা সংঘটিত হতে থাকবে, তাতে কোনো ব্যক্তি সকালে মুমিন ও বিকালে কাফির এবং বিকালে মুমিন ও সকালে কাফিরে পরিণত হতে থাকবে।[৩৮]

নোট : ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে এবং পার্থিব স্বার্থের প্রতি অতিশয় আসক্তির কারণে পরকালীন জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষের ঈমান ও ইসলামের বিষয়কে একপাশে রেখে দেবে, যা বর্তমানে চোখে পড়ছে। আর মুখে বলছে—সব জায়গায় ইসলাম চলে না! সামনের হাদিসগুলো ভাল করে মনোযোগ দিয়ে দেখুন।

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُمْسِي الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ.

[১৩] মুজাহিদ ﵀ হতে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, অন্ধকার রাতের ন্যায় ফিতনা দেখা দিবে। সে সময় সকালে একজন ব্যক্তি মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে।

[৩৭] মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক : ২৬০; সনদে মুদাল্লিস বর্ণনাকারী রয়েছেন।

[৩৮] সনদ দুর্বল। আসিম আল-আহওয়ালের 'শায়খ'ড়যিনি আবু মুসা আশয়ারি থেকে বর্ণনাকারী, তার সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে বিশুদ্ধ সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে সহিহ মুসলিমে, হাদিস নং - ১১৮।

মানুষ দুনিয়ার সামান্য তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে তাদের দীন বিক্রি করে বসবে।[৩৯]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: هَذِهِ فِتَنٌ قَدْ أَظَلَّتْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، كُلَّمَا ذَهَبَ مِنْهَا رَسَلٌ بَدَا رَسَلٌ آخَرُ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ فِيهَا أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ.

[১৪] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, এই ফিতনা ঘোর অন্ধকার রাতের ন্যায় ছেয়ে যাবে। একটি ফিতনা যখন চলে যাবে, তখনই আরেক প্রকার ফিতনা প্রকাশ পাবে। তাতে কোনো ব্যক্তি সকালে মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে এবং বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। আর তখন লোকেরা পার্থিব সামান্য সামগ্রীর বিনিময়ে তাদের দীনকে বিক্রি করে দেবে।[৪০]

قَالَ أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، وَحَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ رَاتِعَةٌ فِي بِلادِ اللَّهِ، تَطَأُ فِي خِطَامِهَا، لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُوقِظَهَا، وَيْلٌ لِمَنْ أَخَذَ بِخِطَامِهَا. قَالَ أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا مِنَ الدُّنْيَا إِلا بَلاءً وَفِتْنَةً، وَلَنْ تَزْدَادَ الأُمُورُ إِلا شِدَّةً.

[১৫] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় ফিতনা আল্লাহ ﷻ-র জমিনে এমনভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে, তার লাগামকে সাড়ানো হবে, অথচ কারো জন্য তা টানাহেঁচড়া করা ঠিক হবে না। ধ্বংস ঐসব ব্যক্তির জন্য—যারা তার লাগাম ধরে টানাটানি করবে। আবুয্ যাহিরিয়্যাহ ﷺ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ﷺ বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা এ জগতে নানান ধরনের বালা-মুসিবত এবং ফিতনা-ফাসাদই দেখতে পাবে। ধীরে ধীরে মানুষের যাবতীয় অবস্থা কঠিন হতে থাকবে।[৪১]

---

[৩৯] সনদ দুর্বল, মুরসাল। মুজাহিদ থেকে বর্ণনাকারী লাইস ইবনু আবি সুলাইম দুর্বল। ইমাম আহমাদ, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আবু হাতিম ও আবু যুরয়াহ তাকে দুর্বল বলেছেন। তবে বিশুদ্ধ ও মারফু সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে—মুসনাদে আহমাদ : ১৯৭৩০; মুসতাদরাকে হাকেম : ৬২৬৩।

[৪০] কানযুল উম্মাল : ৩১৪২৭; সনদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) আছে। ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে শুনেননি।

[৪১] মাজলিসুল উলামা : ১৮১৭; সনদ দুর্বল।

নোট : আজ আধুনিকতা বা আবিস্কারের নামে আল্লাহ ﷻ-র সৃষ্টি নিয়ে কৃত্রিম গবেষণার ফলে মানুষ তাতে হাত দিয়ে বসেছে। যা আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন, জমিনের মধ্যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, যা কিনা মানুষ তার নিজ হাতেই অর্জন করেছে। একেকটি বিষয় আবিস্কার হচ্ছে, আর ছিঁড়ে যাওয়া তাসবিহের গুটির মত নানা সমস্যা ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে তা নিয়েও এসব ব্যক্তিরাই হইচই করছে এই বলে যে—অমুকটার কারণে পৃথিবির অমুকটি ক্ষতি হচ্ছে! অমুকটি ধ্বংস হচ্ছে!

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ زَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مِنْ صَاحِبِ فِتْنَةٍ يَبْلُغُونَ ثَلاثَ مِائَةِ إِنْسَانٍ إِلا وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمَسْكَنِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: بِأَعْيَانِهَا؟ قَالَ : أَوْ أَشْبَاهِهَا، يَعْرِفُهَا الْفُقَهَاءُ، أَوْ قَالَ : الْعُلَمَاءُ، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تُسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَأَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، وَتَسْأَلُونَهُ عَمَّا كَانَ، وَأَسْأَلُهُ عَمَّا كان وأسأل عما يكون.

[১৬] রাসুল ﷺ-এর নানা গোপনভেদ সম্পর্কে অবগত সাহাবি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ বলেন, ফিতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় তিনশত ব্যক্তি এমন রয়েছে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের নাম, তাদের পিতা এবং গ্রামের নাম পর্যন্ত বলতে পারবো। যারা কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। তাদের সবকিছুই রাসুল ﷺ আমাকে জানিয়ে গিয়েছেন। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করলো, সরাসরি কি তাদেরকে দেখানো হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের আকৃতি দেখানো হয়েছে। যাদেরকে ওলামায়ে কেরাম এবং ফুকাহায়ে এজাম চিনতে পারবেন। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ বলেন, তোমরা রাসুল ﷺ-এর কাছে কল্যাণ সম্বন্ধে জানতে চাও, কিন্তু আমি জানতে চেষ্টা করি অকল্যাণ বা নানা সমস্যা সম্বন্ধে, আর তোমরা তাঁর কাছে জানতে চাও ঘটে যাওয়া বিষয় সম্বন্ধে, আমি জানতে চাই ভবিষ্যতে যা হবে, সে সম্বন্ধে![৪২]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَخْرُجَنَّ مِنْ أُمَّتِي ثَلاثُ مِائَةِ رَجُلٍ

[৪২] কানযুল উম্মাল : ৩১২৯৩; সনদে আবদুল খালিক ইবনু যাইদ আদ-দিমাশকি নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইমাম আবু হাতিম, বুখারি ও উকাইলি তাকে দুর্বল ও মুনকার বলেছেন।

مَعَهُمْ ثَلاثُ مِائَةِ رَايَةٍ، يُعْرَفُونَ وَتُعْرَفُ قَبَائِلُهُمْ، يَبْتَغُونَ وَجْهَ اللَّهِ، يُقْتَلُونَ عَلَى الضَّلالَةِ.

[১৭] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ বলেন—আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন তিনশত লোক প্রকাশ পাবে, যাদের সঙ্গে তিনশত পতাকা থাকবে, (অর্থাৎ তারা সমাজ, রাষ্ট্র বা বিশ্বের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হবে) যা দ্বারা তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যাবে। বংশীয়ভাবে এরা খুবই পরিচিত হবে। তারা আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জনের কথা প্রকাশ করলেও যুদ্ধ করবে সুন্নাহ্‌র বিপরীত পথভ্রষ্টতার উপর, তার পক্ষে।[৪৩]

নোট : বর্তমানে যা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, শাসক এবং ক্ষমতাবানরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করলেও তারা ইসলামের সঙ্গে সাঙ্ঘর্ষিক মতাদর্শ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষবাদ বাস্তবায়ন এবং তা প্রতিষ্ঠার পেছনে নিজের জীবন ব্যয় করছে! রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ, সামরিক শক্তি এবং জনশক্তি ব্যয় করছে!

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: لَوْ حَدَّثْتُكُمْ بِكُلِّ مَا أَعْلَمُ، مَا رَقِدْتُمْ بِيَ اللَّيْلَ.

[১৮] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, যাবতীয় ফিতনা ফাসাদ সম্পর্কে আমি যা জানি, সেগুলো যদি তোমাদেরকে বয়ান করি, তাহলে তোমরা আমার সঙ্গে ঘুমিয়ে রাত কাটাতে পারবে না।[৪৪]

قَالَ أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، لا تَزَالُوا فِي بَلاءٍ وَفِتْنَةٍ، وَلا يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلا شِدَّةً، فَإِذَا لَمْ يَلِي الْوَالِي للَّهِ، وَلَمْ يُؤَدِّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ طَاعَةَ اللَّهِ، فَأَوْشَكُوا بِكُرْهِ اللَّهِ، فَإِنَّ كُرْهَ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ كُرْهِ النَّاسِ.

---

[৪৩] সনদটি দুর্বল। সনদে উফাইর ইবনু মা'দান নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইমাম আবু হাতিম, আহমাদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবু যুরয়াহ তাকে মারাত্মক পর্যায়ের মুনকার বলেছেন।

[৪৪] সনদে সাঈদ ইবনু সিনান নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার ব্যাপারে ইমাম জুযজানী হাদিস জালকরণের অভিযোগ করেছেন। নাসায়ী তাকে মুনকার বলেছেন। দারাকুতনী তাকে মুনকার ও মাতরুক বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

[১৯] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের ওপর ফিতনা-ফাসাদ অব্যাহত থাকবে এবং বিষয়টি ধীরে ধীরে আরো কঠিন আকার ধারণ করবে। যখন কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দেশ পরিচালনা করে না এবং রাষ্ট্রনায়কগণ আল্লাহ ﷻ-র ইবাদত করে না, তখন তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে আল্লাহ ﷻ-র অসন্তুষ্টিকেই ভয় করো। কেননা আল্লাহ ﷻ-র অসন্তুষ্টি মানুষের অসন্তুষ্টি থেকে মারাত্মক![৪৫]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، قَالَ كُنْتُ أَنَا، وَأَبُو صَالِحٍ، فقال أحدهما لصاحبه: هَلْ تَخَافُونَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: نَخَافُ الطَّلَبَ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ الطَّلَبَ لا يُدْرِكُ إِلا أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، قَالُوا: صَدَقْتَ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَهْبٌ قَطُّ إِلا كَانَ لَهُ طَلَبٌ، وَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يُصِيبُوا نَهْبًا قَطُّ أَعْظَمَ مِنَ الإِسْلامِ، وَإِنَّ الْفِتْنَةَ تَطْلُبُهُ، وَإِنَّهَا لا تُدْرِكُ إِلا أُخْرَيَاتِ النَّاسِ.

[২০] আবু ইদরিস ﵁ হতে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি এবং আবু সালেহ ও আবু মুসলিম তিনজন একসঙ্গেই ছিলাম। তারা দুজনে একজন অপরকে বলল, তোমরা কি কোনো বিষয়ে ভয় করছো? তারা বলল, আমরা মানুষের লোভ সম্বন্ধে শংকিত। অতঃপর আমি বললাম, এমন লোভ একমাত্র আখেরি যামানার মানুষের মাঝে প্রকাশ পাবে। উত্তরে তারা বলল, তুমি ঠিকই বলেছো! লোভবিহীন কেউ কখনো ছিনতাই ডাকাতি করতে পারে না এবং মানুষ সবচেয়ে বেশি ছিনতাইয়ের সম্মুখীন হবে একমাত্র ইসলামের ক্ষেত্রে। নিঃসন্দেহে যাবতীয় ফিতনা-ফাসাদ ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং উক্ত ফিতনা শেষ যামানাতেই ব্যাপক আকার ধারণ করবে![৪৬]

নোট : বর্তমানে একথা সুস্পষ্ট। মানুষ টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিতে একটুও কি দ্বিধা করছে? ক্ষমতার জন্য একপক্ষ অপর পক্ষকে নির্বিচারে বন্যপশু শিকার করার মত গুলি করে হত্যা করছে, ক্ষমতার লোভে, তার সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য!

'মানুষ সবচেয়ে বেশি ছিনতাইয়ের সম্মুখীন হবে একমাত্র ইসলামের ক্ষেত্রে!' কথাটি আজ ইসলামের নামধারী ধারকবাহকদের দিকে তাকালে স্পষ্ট হবে।

---

[৪৫] সহিহ, মাওকুফ।

[৪৬] সনদ সহিহ।

নিজেদের স্বার্থে আজ যেভাবে ইসলামের অপব্যাখ্যা হচ্ছে, ইসলাম কখনো হয়ত এমন ছিনতাইয়ের সম্মুখীন হয়নি।

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُرْسِلُ عَلَى الأَرْضِ الْفِتَنُ إِرْسَالَ الْقَطْرِ.

[২১] কায়েস ইবনু আবু হাজেম ﵀ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, বৃষ্টির ন্যায় পৃথিবিতে ফিতনা বিস্তার লাভ করবে![৪৭]

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لَمَّا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ شَأْنَ هَذِهِ الأُمَّةِ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ رَجُلا مِنْهُمْ، فَقَالَ اللَّهُ: يَا مُوسَى، إِنَّهُ يُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ وَشِدَّةٌ. قَالَ أَحَدُهُمَا: مِنَ الْفِتَنِ، فَقَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، وَمَنْ يَصْبِرُ عَلَى هَذَا؟ قَالَ اللَّهُ: إِنِّي أَعْطَيْتُهُمْ مِنَ الصَّبْرِ وَالإِيمَانِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْهِمُ الْبَلاءَ.

[২২] ওবাইদুল্লাহ ইবনু আবু জাফর ﵀ বলেন—যখন আল্লাহ ﷻ মুসা ﵇-এর কাছে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, তখন মুসা ﵇ উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করলেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন—হে মুসা! এই উম্মতের শেষযুগে অনেক ধরনের বালা মুসিবত প্রকাশ পাবে। একথা শুনে মুসা ﵇ বললেন, হে আল্লাহ! এ ধরনের বালা মুসিবতকালীন কে ধৈর্যধারণ করতে পারবে? জবাবে আল্লাহ ﷻ বললেন, আমি তাদেরকে ধৈর্য এবং এমন ঈমান দান করব, যাঁর কারণে তাদের জন্য সেসব বিপদাপদ, বালা-মুসিবত সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে![৪৮]

নোট : এ প্রকারের ঈমানদারগণ খুবই নগণ্য, যাঁরা তার পরিক্ষা দিয়ে চলছেন! আর অন্যরা তাদেরকে উপহাস করে সমাজের সুশীলসমাজ ভেবে বগল বাজাচ্ছেন! আবার এমন লোকদেরকে যদি ভাল হিসেবে অভিহিত করাও হয়, তবে তাদের মতাদর্শ, পথপন্থা কেউ অবলম্বন করছে না! সমাজের প্রকৃত দীনদার অনেক আলেমকে অনেকেই ভাল হিসেবে দেখেন, তবে ক'জন আছেন,

---

[৪৭] মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বা : ১০৯; সনদ মুরসাল।

[৪৮] উকদুদ দুরার ফি আখবারিল মুনতাজার, ১/১৭; সনদ দুর্বল। সনদে ইবনু লাহিয়াহ রয়েছেন। ইমাম জুযজানী, আবু হাতিম ও আবু যুরয়াহ তাকে দুর্বল বলেছেন। বাইহাকি বলেছেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত।

যারা তাদের মত হতে চান? অথবা তার পরিবারের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদেরকে তেমন বানাতে চান। অনেক দীনদার ব্যক্তির কথাই ধরুন, দীনের পথের প্রকৃত মুজাহিদদেরকে হয়ত পছন্দ করেন, ভালবাসেন, তবে কজনকে পাওয়া যাবে, যারা দীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদ হতে চেষ্টা করেছেন। এসব লোক তাদের দীন বাঁচাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথ চলছেন, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে এমন ধৈর্য রাখার তাওফিক দিয়েছেন। কিন্তু আমি আর আপনি তাদের বিপদ দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছি! এর মাধ্যমেই তারা সেই মর্যাদা অর্জন করে চলছেন, যা কিনা মুসা ﷺ অর্জন করতে চেয়েছিলেন।

حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَكُونُ فِتَنٌ فِي أُمَّتِي حَتَّى يُفَارِقَ الرَّجُلُ فِيهَا أَبَاهُ وَأَخَاهُ، حَتَّى يُعَيِّرَ الرَّجُلُ بِبَلائِهِ كَمَا تُعَيِّرُ الزَّانِيَةُ بِزِنَاهَا.

[২৩] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন ফিতনা আসবে—তাতে মানুষ তার পিতা ও ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ তার বিপদের ব্যাপারে অপমানবোধ করবে, যেমন ব্যভিচারীনি মহিলা তার ব্যভিচারের অপমানবোধ করে।[৪৯]

নোট : আজ দীনের জন্য যারা কাজ করছে, লড়াই করছে, তারা অপমানিত হয়ে সন্ত্রাসবাদের গালি থেকে বাঁচতে চেহারা লুকাচ্ছে। অপরদিকে ব্যভিচারীদেরকে সমাজে মানবাধিকারের নামে ব্যভিচারের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, তারা তা করতে মোটেও অপমানবোধ করছে না, তাদের কাজের প্রচারণায় বড় বড় ব্যানার ফেস্টুন লাগিয়ে সেদিকে অন্যদেরকেও আকৃষ্ট করা হচ্ছে। অপরদিকে এসব লোকদেরকে কট্টরপন্থী হিসেবে, অচ্ছুৎ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে! এরা সমাজে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে! এতে তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, কুফরি সমাজের কাছে তারা অপরাধী। এমন অপরাধীকে নিজের সন্তান, ভাই, আত্মীয় হিসেবে পরিচয় দিতে অপমান বোধ করছে। অপরদিকে যদি নিজের ছেলেমেয়ের কেউ নায়ক-নায়িকা হয়, তবে তাদের সবার বুক গর্বে ফুলে উঠছে, তারা বলে—আমার ছেলে বা

[৪৯] তাবরানী মু'জামুল কাবির : ১৪৭৫৩; সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন—রিশদিন ইবনু সাদ এবং ইবনু লাহিয়াহ।

মেয়ে একজন সেলিব্রেট! এতে কারো লজ্জা হচ্ছে না যে, ইসলাম এবং আল্লাহ ﷻ-র বিধান অনুসারে এরা পাপাচারী, বেহায়া, ব্যভিচারী! আজকের সমাজ এর বাস্তব প্রমাণ।

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ، يَقُولُ: أَتَتْكُمُ الْفِتَنُ دِيَمًا كَدِيَمِ الْمَطَرِ.

[২৪] আবু তামিম জায়শানি ﵀ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, অবিরাম বৃষ্টির ন্যায় তোমাদের নিকট ফিতনা প্রবলভাবে বর্ষণ হতে থাকবে।[৫০]

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ، فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

২৫. উসামা ইবনু যায়েদ ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একবার রাসুল ﷺ একটি দুর্গের উপর আরোহন করে (লোকদেরকে) বললেন, আমি যা দেখছি তোমরাও কি তা দেখছো? নিশ্চয় আমি দেখেছি যে, তোমাদের গৃহের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির ন্যায় ফিতনা পতিত হচ্ছে।[৫১]

[৫০] সনদ দুর্বল, এই সনদেও ইবনু লাহিয়াহ রয়েছেন।

[৫১] সহিহ মুসলিম : ২৮৮৫